দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে জটিলতা ঃ শীঘ্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত

মুজতবা খন্দকার ঃ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে টেকস্ট বুক বোর্ড ও পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে সৃষ্ট জটিলতার শিগগিরই নিরসন হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কয়েক দিনের মধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই সূত্রটি জানাচ্ছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রণীত নিয়মটি সংশোধন করে এই জটিলতা নিরসন করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকে কেন্দ্র করে গত জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের কারণে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বই প্রকাশ নিয়ে। সাধারণ নিয়মে জানুয়ারীর মধ্যে নতুন বই বাজারজাত করতে চাইলে পূর্ববর্তী বছরের অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশকদের কাছে পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করতে হয়। কিন্তু এ বছর বিভিন্ন কারণে সকল বইয়ের পজেটিভ ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে এবং কোন কোন বইয়ের পজেটিভ মার্চে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা, পজেটিভ প্রাপ্তিতে বিলম্ব—সব মিলিয়ে এপ্রিল মে মাসেও বই প্রকাশ করা অনেকাংশে সম্ভব হয়নি।

প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে দেশের ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ১৫ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভয়াবহ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় মূলত নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের (কারো কারো মতে তাড়াহুড়ো করে) কারণে। এই অবস্থায় কিছু বই প্রকাশিত হলেও তা ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয় বলে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিস্থিতি

(৪—এর পৃঃ ৪—এর কঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য খোলা বাজারে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের অনুমতি প্রদান করে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত যে কোন শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি আগ্রহী সকল প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু প্রকাশনার মানের ব্যাপারে কোন নীতিমালা ঘোষিত না হওয়ায় বর্তমান বাজারে যেসব বই পাওয়া যাচ্ছে তার মান নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্বল্পমূল্যের নিম্নমানের কাগজ, উৎকট বানান ভুলসহ নানা বিধ ত্রুটিও দেখা যাচ্ছে এসব বইতে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশ পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করে এই নিয়ম প্রত্যাহারের দাবী করেছে। এই দাবীতে সমিতির নেতৃবৃন্দ কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রী এ এসএইচ কে সাদেকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। স্মারকলিপিতে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশে গঠিত "টাইম চেইসড এ্যাকশান প্ল্যান" সঠিক ছিল না। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের তারিখ ছিল গত বছর ১ হতে ১৫ অক্টোবর, অথচ এবছর ২২ এপ্রিল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে টেকস্ট বুক বোর্ড থেকে পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে পজেটিভ সরবরাহ করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর '৯৫-এর মধ্যে কাগজ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ছিল, অথচ প্রথম দফায় ২৪ অক্টোবর '৯৫ এবং সর্বশেষ ১২ জুন সমিতিকে কাগজ দেয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, টেকস্ট বুক বোর্ডের কাছে সারাদেশে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক সংখ্যা না থাকায় পর পর চার বার বইয়ের বরাদ্দ দিতে হয়। সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গত ১০বছর যাবৎ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রি করছে। বর্তমানে যে কারণ দেখিয়ে খোলা বাজারে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় করা হচ্ছে তা অযৌক্তিক। সমিতির পক্ষ থেকে খোলা বাজারে পুস্তক প্রকাশের নির্দেশ স্থগিত করে আগের নিয়মে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিকে বোর্ডের পুস্তক মুদ্রণ ও বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হোক।

সূত্র জানিয়েছেন, এই জটিলতার অবসানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাধিকবার সভা করেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। খুব শিগগিরই এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে ঐ সূত্র দাবী করছে আগের মত অর্থাৎ শুধুমাত্র পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কাছে বই মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার ছেড়ে দেয়া হতে পারে।

অন্যদিকে পর্যবেক্ষক মহল ও অভিভাবকগণ বর্তমান অবস্থায় তাদের সন্তানদের হাতে খোলা বাজারের বই দিতে পারছেন না। কারণ এই বই সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এই অবস্থা বজায় থাকলে তারা মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান অনেকটা নিম্নগামী হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছেন।